দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JAN 25 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ৮ ...

# কবি শামসুর রাহমানের কথিত হত্যা চেষ্টার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষক ও ছাত্রদের গ্রেফতার ও অপপ্রচারে আলেম সমাজের ক্ষোভ নিন্দা

**স্টাফ রিপোর্টার ঃ** কবি শামসুর রাহমানের কথিত হত্যা চেষ্টার সাথে জড়িয়ে নিরপরাধ মাদ্রাসা শিক্ষক ও ছাত্রদের গ্রেফতার এবং মিথ্যা অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আলেম সমাজ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। তারা আলেম-ওলামা এবং মাদ্রাসা শিক্ষক ও ছাত্রদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সরকারের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিদ্বেষপূর্ণ অপপ্রচার ও গ্রেফতার-নির্যাতনের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, এসবের মাধ্যমে ধর্মদ্রোহী এই সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশে ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধ্বংস করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করছে। আলেম-ওলামাসহ ধর্মপ্রাণ জনগণ সরকারের এই ধর্মদ্রোহী ভূমিকার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে। তারা অকারণে নানা ঘটনায় জড়িয়ে বিভিন্ন ধুয়া তুলে এবং মিথ্যা রটনা ছড়িয়ে আলেম সমাজ ও মাদ্রাসা শিক্ষক-ছাত্রদের হেয়প্রতিপন্ন করা থেকে বিরত থাকার জন্য সরকারের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

ইসলামী ঐক্যজোট নেতৃবৃন্দ কবি শামসুর রাহমানের তথাকথিত হত্যার প্রচেষ্টার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে পল্লবী মহিলা মাদ্রাসার প্রিন্সিপালসহ বিভিন্ন মাদ্রাসার কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্রকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং অবিলম্বে তাদের মুক্তির দাবী জানিয়ে বলেছেন, এর মাধ্যমে সরকার উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানোর এক হীন ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক, মহাসচিব মুফতী ফজলুল হক আমিনী এক বিবৃতিতে বলেন, হরকাতুল জেহাদের সাথে সম্পৃক্ততার মিথ্যা অজুহাতে সরকারের ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ক্রমশ ধূমায়িত জনরোষ দমনের হীন চক্রান্ত চালানো হচ্ছে। জোট নেতৃবৃন্দ বিবৃতিতে নানা অজুহাতে আলেম-উলামাদের গ্রেফতার ও হয়রানি বন্ধের জোর দাবী জানিয়ে বলেন, গ্রেফতার, হামলা-মামলা ও অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে বর্তমান দেশ ও ধর্মদ্রোহী সরকারের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলন থেকে আলেম সমাজকে নিবৃত্ত করা যাবে না।

পল্লবী আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) মহিলা মাদ্রাসার কমিটির সভাপতি এ জামান এক বিবৃতিতে বলেন, গত ১৮ জানুয়ারী গভীর রাতে পল্লবী আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) মহিলা মাদ্রাসা অফিস থেকে প্রিন্সিপ্যালসহ তার চার ভাইকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থান হতে তারা ঈদ উপলক্ষে বাড়ীতে যাওয়ার জন্য মাদ্রাসায় একত্রিত হন। তার সাথে তার চার সহোদর বোনও ছিল। টিকিট না পাওয়াতে রাতে তারা এখানেই অবস্থান করছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আকস্মিকভাবে রাতে ডিবি'র লোকজন মাদ্রাসা অফিসের কড়া নাড়লে প্রিন্সিপ্যাল দরজা খুলে দিলে তারা মহিলা মাদ্রাসার ভিতরে প্রবেশ করে এবং উপস্থিত ভাইদের নাম জিজ্ঞেস করে বাইরে আসতে বলে। পরে এই বলে তাদেরকে নিয়ে যায় যে, আপনারা আমাদের সাথে চলুন, কোন অসুবিধা নেই। বিবৃতিতে বলা হয়, কবি শামসুর রাহমানের উপর হামলার ঘটনার সাথে প্রিন্সিপ্যাল ও তার ভাইদের কোন ভূমিকা নেই বলে আমরা জানি। তিনি এই হয়রানিমূলক গ্রেফতারীর তীব্র নিন্দা এবং আশু মুক্তির জোর দাবী জানান।

মাসিক জাগো মুজাহিদ পত্রিকার সার্কুলেশন ম্যানেজার মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন এক বিবৃতিতে বলেছেন, সম্প্রতি কথিত কবি শামসুর রাহমানের হত্যার চেষ্টার সাথে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে জাগো মুজাহিদকে জড়িত করে বিভিন্ন পত্রিকায় মিথ্যা, কাল্পনিক রিপোর্ট প্রকাশ করে পত্রিকাটির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি বলেন, আইন-শৃংখলাপরিপন্থী কোন কার্যকলাপের সঙ্গে মাসিক জাগো মুজাহিদ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জড়িত নয়। বিবৃতিতে গ্রেফতারকৃত নিরীহ নিরপরাধ মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি দেয়ার দাবী জানানো হয়।